দর্শনা কেরু ও আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করলেন বিমান ও পর্যটক মন্ত্রণালয়ের সচিব

দর্শনা কেরু ও আন্তজার্তিক চেকপোস্ট দর্শনা পরিদর্শন করেছেন বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিবসহ তিন সদস্যর একটি প্রতিনিধি দল।

গতকাল শুক্রবার বিকালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটক সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেনসহ তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কেরুর ডিস্টিলারি বিভাগ ও দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট পরিদর্শন করেন।

পুলিশ জানায় ঐদিন বিকাল সাড়ে চারটার দিকে প্রতিনিধিদল সরাসরি কেরুর লাভ জনক প্রতিস্ঠান ডিস্টিলারির বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখার পর দর্শনা চেক পোস্টে যান।পরিদর্শন শেষে বিকাল পাঁচটার দিকে মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে দর্শনা ত্যাগ করেন।

এ সময় অতিরিক্ত সচিব ও বিটিভি সিও আবু তাহের মোহাম্মদ জাবের,পর্যটক চেয়ারম্যান আলি কদর,চুয়াডাঙা জেলা প্রশাসক মোঃ আমিনুল ইসলাম খান চুয়াডাঙ্গার নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট তারিকুজ্জামান, কেরু এ্যান্ড কোম্পানির এম ডি মোঃ মোশারফ হোসেন, মহা ব্যাবস্হাপক (অর্থ) সাইফুল ইসলাম, মহা ব্যা্বস্হাপক (কারখানা) সুমন কুমার সাহা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম, দর্শনা থানার ওসি এ এইচ এম লুৎফুল কবির উপস্হিত ছিলেন ও দর্শনা চেকপোস্ট ইমিগ্রেশনের ইনচার্জ আবু নাইম।

ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক

পথে, ভোগান্তির শিকার ১০ জেলার মানুষ

দর্শনা সীমান্ত চেকপোষ্ট সড়ক পথে টুরিষ্ট ভিসাসহ বন্ধের আড়াই বছর পার হলেও খুলছে না দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোস্ট।
একই রুটে ট্রেনে মিললেও মিলছেনা সড়ক পথে। এতে করে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে ১০ জেলার মানুষ।

অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, বিশ্বে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারী করানো রুপ ধারন করলেও বাংলাদেশে ২০২০ সালের ২০ মার্চ দেখা দেয় করোনা। এরপর সরকারী নির্দেশনায় বন্ধ হয়ে যায় আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট পথে রেল ও সড়ক পথ দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াত। কিন্তু সরকারী নির্দেশনার কারণে করোনা কালীন সময়ে ভারতে বাংলাদেশী নাগরিক আটকে পড়ে। পরবর্তীতে দু’দেশের সরকারী সিদ্ধান্তে ভারত-বাংলাদেশে আটকে পড়া যাত্রীদের ফেরত নেওয়া হয়। এরমধ্যে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশী নাগরিকদের দর্শনা আন্তর্জাতিক সীমান্তে সড়ক পথে কয়েক দফায় নিজ দেশে ফেরার সুযোগ পান।

এদের সকলকে দর্শনা জয়নগর সীমান্তের চেকপোষ্টে স্বাস্থ্য বিভাগের স্থাপতি কোভিড পরিক্ষার ব্যাবস্থা করা হয়। এদের মধ্যে যিনারা কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হোটেল ও আবাসিকে কোয়ারিন্টাইনে রাখা হয়। সে সমস্ত স্থানে থাকার পর সুস্থ করে বাড়ি ফেরেন।

পরবর্তীতে করোনা কিছুটা কম হলেও ভারতীয় হাই কমিশনের গাফলতির কারনে বন্ধ থাকে দর্শনা আন্তজার্তিক চেকপোষ্ট সড়ক পথে যাত্রী যাতায়াত।

কিন্তু একই সীমান্ত দিয়ে রেল পথে মৈত্রী ট্রেনে টুরিষ্ট ভিসার যাত্রীরা ভারত-বাংলাদেশ যাতায়াতের সুযোগ পেলেও দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে বন্ধ রয়েছেদর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোষ্টের সড়ক পথ।

ফলে চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, পাবনা, রাজবাড়ী, মাগুরা ফরিদপুর, রাজশাহী সহ উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েটি জেলার মানুষ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।